POWER POINT PRESENTATION BY :

LOMBADHAR KUMAR
SACT
DEPT. OF PHILOSOPHY
SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

আজকের পাঠ :

বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা

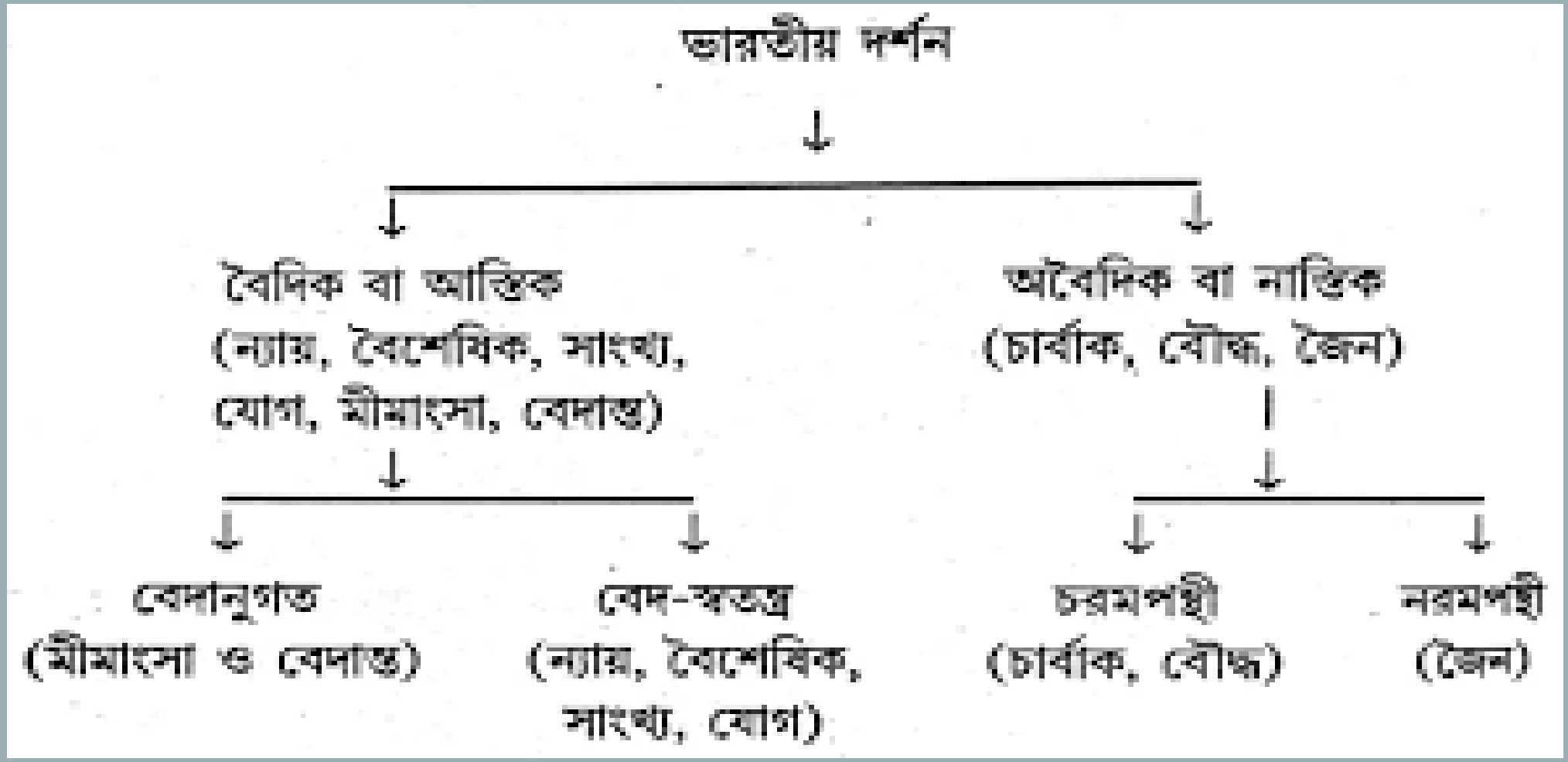
ভারতীয় দর্শন
বৈদিক বা আস্তিক
(ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য,
যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত)
অবৈদিক বা নাস্তিক
(চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন)
বেদানুগত
(মীমাংসা ও বেদান্ত)
বেদ-স্বতন্ত্র
(ন্যায়, বৈশেষিক,
সাংখ্য, যোগ)
চরমপন্থী
(চার্বাক, বৌদ্ধ)
নরমপন্থী
(জৈন)

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক ধর্মগুরু এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শনকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক ধর্মগুরু এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শনকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়।

ত্রিপিটক

"ত্রিপিটক" বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম, যা পালি ভাষায় লিখিত। এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন এবং উপদেশের সংকলন। পালি তিন-পিটক (বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক) হতে ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শন হল ত্রিপিটক ও আগমে লিপিবদ্ধ গৌতম বুদ্ধের উপদেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এই দর্শনের মূল উপজীব্য হল ধর্মের বাস্তব রূপটি প্রকাশ করা। বৌদ্ধ দর্শনে ধারণাগুলির স্বরূপ আলোচনার পর পুনরায় বৌদ্ধ মধ্যপন্থায় ফিরে আসার প্রবণতাটি বার বার আলোচিত হয়েছে।

আধ্যাত্মিক সাধনা লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধদেব চারটি মহান সত্য লাভ করেন । বৌদ্ধ দর্শনে এই চারটি সত্য চত্বারি-আর্য-সত্যানি বা আর্যসত্য চতুষ্টয় নামে পরিচিত।

চারটি আর্যসত্য হল–
(১) দুঃখ – জীবন দুঃখময় ।
(২) দুঃখ সমুদায় – দুঃখের কারণ আছে ।
(৩) দুঃখ নিরোধ - দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব ।
(৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ – দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে ।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর তার অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে তাঁরা হীনযান ও মহাযান দুটি সম্প্রদায়ের বিভক্ত হয়ে পড়েন।

পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের দার্শনিক ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করে আবার চারটি উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এই চারটি উপসম্প্রদায় হল যোগাচার, মাধ্যমিক, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক।

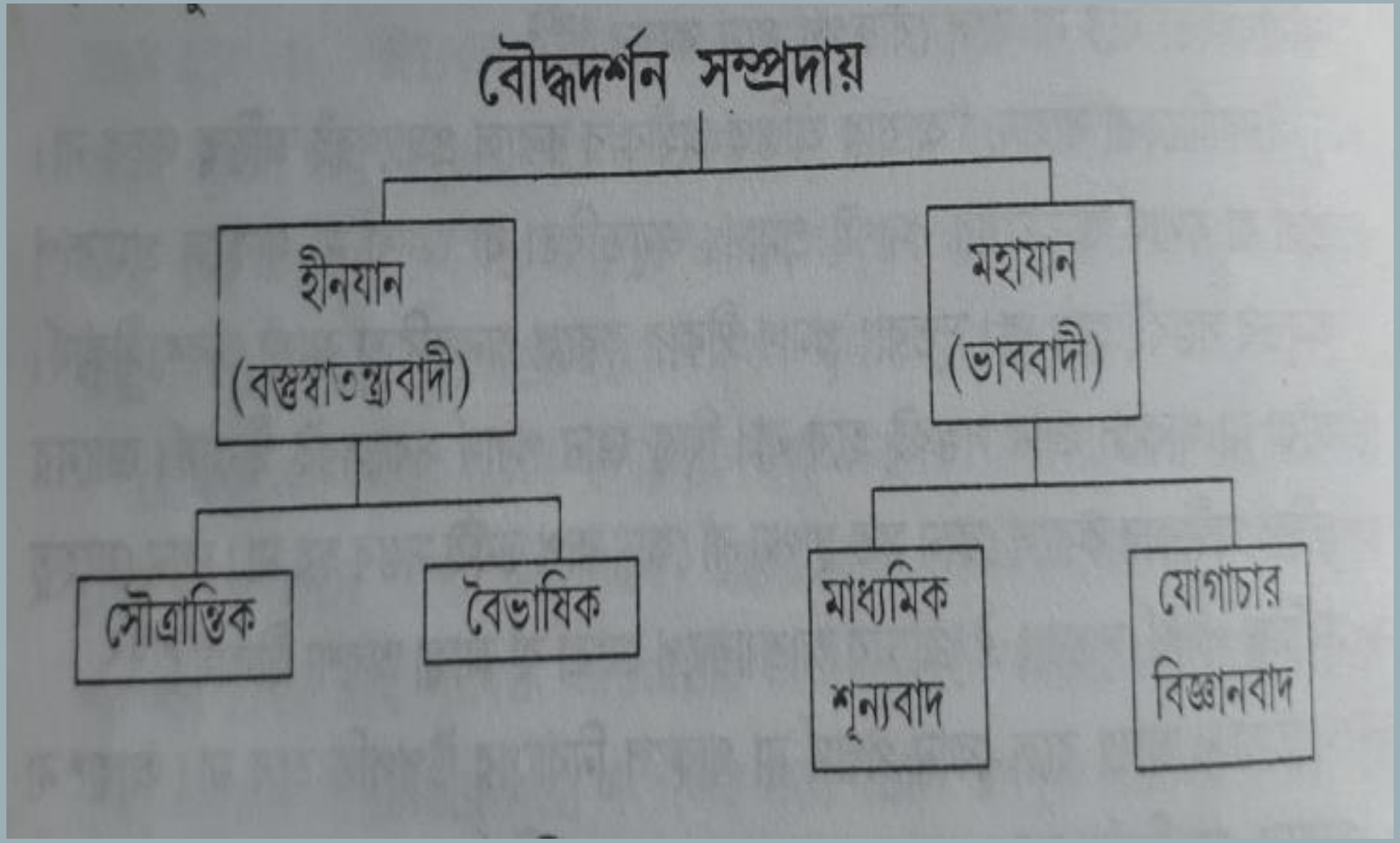
বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায়
হীনযান
(বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী)
মহাযান
(ভাববাদী)
সৌত্রান্তিক
বৈভাষিক
মাধ্যমিক
শূন্যবাদ
যোগাচার
বিজ্ঞানবাদ

হীনযান ও মহাযান :

যাঁরা প্রাচীন পন্থী তাঁরা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত হন। হীনযান মতবাদকে' খেরবাদ' বলা হয়।

অপরদিকে যাঁরা নবীনপন্থী বা প্রগতিবাদী তাঁরা মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত হন।

হীনযানদের সঙ্গে মহাযানদের প্রধান মত-পার্থক্য চারটি বিষয়কে কেন্দ্র (১) অধিবিদ্যা সংক্রান্ত (২) নৈতিক নীতি করে। এই চারটি বিষয় হলো সংক্রান্ত (৩) নির্বাণ সংক্রান্ত সংক্রান্ত ও (৪) বুদ্ধের পদমর্যাদা সংক্রান্ত ।

ধন্যবাদ